জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে মাঘ বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 4th Feb. 1953 | ৩৬শ সংখ্যা

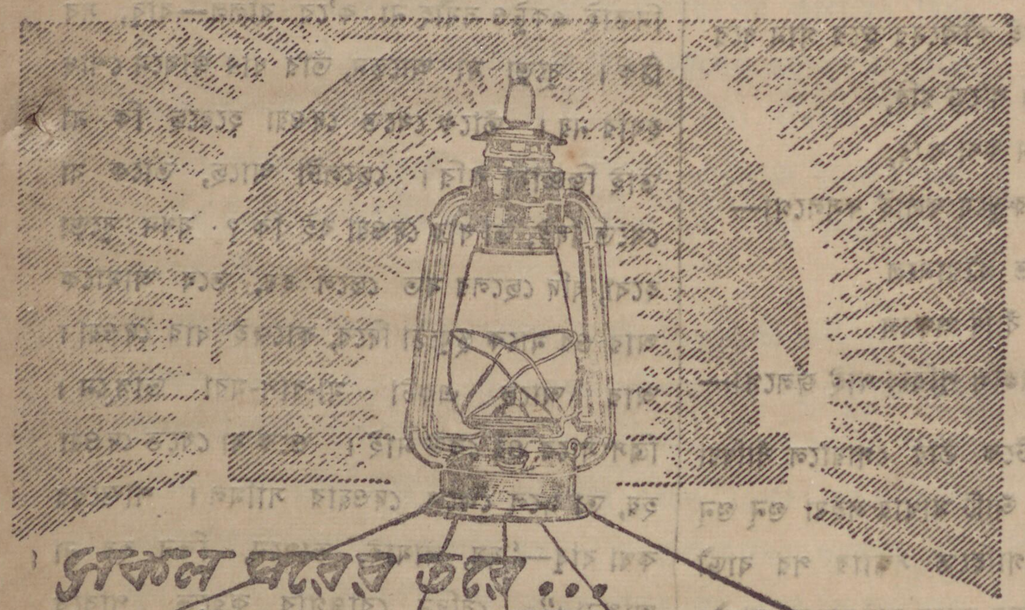

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

সাধা-রণ-তন্ত্র

—০—

ছাব্বিশে জানুয়ারী যে সাধারণতন্ত্র দিবস বলিয়া দেওয়াল পাঞ্জিকায় লাল অক্ষরে ছাপা হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, দেশের শতকরা ১৫ জন লোকের মধ্যেও সকলে যে সাধারণতন্ত্রের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায় নাই, যে "সাধারণতন্ত্র দিবসে" জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার লোক সংগ্রহ করিতে না পারিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে উদ্‌যাপন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা সে সাধারণতন্ত্রের কথা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য **সাধা-রণ-তন্ত্র**। সাধা=সিদ্ধি লাভ করার জন্য অভ্যাস করা, রণ=যুদ্ধ, তন্ত্র=পদ্ধতি।

চাষার ছেলে, মা-বাপে নাম রেখেছিল নিত্যানন্দ। বাবার পরলোকের পর নিত্যানন্দ এখন মালিক। মা নিতু বলে ডাকেন। অন্যান্য লোকে যার যেমন সম্পর্ক—কেউ নিতাই দা', কেউ নিতাই কাকা, কেউ বা শুধু নিতাই বলে ডাকে। বাড়ীর অতি নিকটে গ্রামের জমিদার বাবুর বাড়ী। তিনি ডাকেন 'নিতে' ব'লে। নিত্যানন্দের নিত্য-কর্ম্ম পরের জমিতে মজুর খাটা। নিত্যানন্দের বাপ-মা যদি তার নাম 'সদানন্দ' রাখতেন, তা'হলে যেন মানাতো ভালো। ছেলে পাঁচ বৎসরে পড়িবা-মাত্র কি ভদ্র কি ইতর সবাই লেখাপড়া শিখাবার জন্য আজকাল চেষ্টা করছে, নিত্যানন্দের বাপ ছেলে পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপরাজ নন্দের অনুকরণে ছেলের হাতে খড়ি না দিয়া দিয়াছিলেন গোচারণের পাচনি। বাপের জীবদ্দশাতেই নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলরামের মত হলচালনাতেও পারদর্শী হইয়া "প্রোমোশন" পাইয়াছিল। পৈতৃক জমি-জমার ভেজাল নাই। পরের জমিতে খাটে। দিন দিন মজুরী নেয়। তাতেই চালায়।

সকালবেলায় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই যখন দক্ষিণ হস্তে কাস্তে, বাম হস্তে বরুণ ও তপনের আক্রমণরোধক তালপাতা বা বাঁশের বিত্তি দিয়া প্রস্তুত সাহেবদের টুপির মত শিরস্ত্রাণ, (ইহাকে কোথাও টোকা আবার কোথাও মাথালি বলে), অঞ্চলে মুড়ি লইয়া সেদিনের নিয়োগকারীর ক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন মনে হয় যেন দৈত্য-বিজয়ী বীর দক্ষিণ হস্তে তরোয়ার এবং বাম হস্তে ঢাল লইয়া প্রবল শত্রু 'অভাবের' প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছে। সে লাঙ্গল বাহিবার জন্য নিযুক্ত হইলেও প্রত্যহ কাস্তেখানি লইয়া যাওয়া চায়ই। কারণ জংলা উলু খড় এক আঁটি কাটিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আনা তাহার নিত্যকর্ম্ম। দুপুরের রোদে যখন মালিকের গরু দুটিকে বিশ্রাম দিয়া নিজে গাছতলার ছায়ায় বসিয়া অঞ্চলের মুড়ি খুলিতে আরম্ভ করে তখন নিতাই কীর্ত্তনের সুরে গান ধরে

(মোরা) তরুতলে প'ড়ে রহি,
গরু সনে কথা কহি,
মরুভূমে ফলাই ফসলগো—
নিবা'তে জঠরানলে
আহার বাঁধি অঞ্চলে
অঞ্জলি পুরিয়া খাই জলগো—

মালিকের গরু দুটিকে তাঁর গোয়ালে বাঁধিয়া দিয়া নিতাই উলু খড়ের আঁটি মাথায় লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যার পর বাড়ী প্রবেশ করে। গানের সুর কানে যাইবামাত্র স্বামীর আগমন সঙ্কেত পাইয়া নিতাই-এর বউ এক ঘটি জল তার হাত-পা-মুখ ধুইবার জন্য দিয়া নিত্য পতি-দেবতার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরবর্ত্তী আদেশের প্রতীক্ষা করে। নিতাই-এর প্রশ্ন ও আদেশ অদূরবর্ত্তী জমিদার বাড়ী হইতে বেশ শোনা যায়।

নিতাই—ধার শোধ করেছ?
বউ—করেছি।
নিতাই—ধার দিয়েছ?
বউ—দিয়েছি।
নিতাই—জলে ফেলে দিয়েছ?
বউ—দিয়েছি।

এইবার নিতাই বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে সহধর্ম্মিণীকে বলে—জ্বালাও সহস্রবাতি,
ভোজনে বসুক নরপতি।

জমিদার বাবু রোজ রোজ এই কুটিরবাসী কৃষকের স্পর্দ্ধিত বাক্য শুনিতে শুনিতে একদিন এক দারোয়ানকে হুকুম দিলেন—কাল ভোরে খাটতে যাবার আগে বেটা 'নিতে' চাষাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস্‌বে। হুজুরের আদেশমত দারোয়ান নিতাইকে তাঁর কাছে হাজির করিল। জমিদার তাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হারে নিতে! রোজ কত রোজগার করিস্? নিতাই—কোন দিন দশ আনা, কোন দিন বার আনা। জমিদার—এই পয়সায় ধার শোধ করিস্, ধার দিস্, জলে ফেলে দিস্, আবার বেটা সহস্র বাতি জ্বেলে তার আলোতে নরপতি হ'য়ে ভোজনে বসিস্? নিতাই একটুও সমীহ না ক'রে বলিল—বাবু, সব ঠিক। বুড়ো মা আছেন, তাঁর ধার জীবনে শোধ হবার নয়। তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করি। ছেলেটা আছে, তাকে যা খেতে দিই, তা ধার দেওয়া বই কি? যখন বুড়ো হবো, যদি ছেলের মত ছেলে হয়, তবে আমাকে আর ওর মাকে দুমুঠো দিবে, কাজেই ধার দেওয়া। আর আছে একটা মা-বাপ-মরা ভাগ্‌নে। ত্রিসংসারে ওর কেউ নাই। ওকে যা খেতে দেওয়া হয়, তা জলে ফেলে দেওয়ার সামিল। শাস্তরের কথা বাবু—"যম, জামাই, ভাগনে, তিন হয় না আপনা।" যেদিন রোজগার করতে পারবে আমার বাড়ী হ'তে তফাৎ হ'য়ে যাবে। যাবার সময় যদি না বলে "বাবা মরবার সময়, মামাকে হাজার টাকা দিয়েছিল, মামা সেটা মেরে দিয়ে, আমাকে তাড়িয়ে দিলে", তা'হ'লে সেটা আমার বাবার ভাগ্যি বল্‌তে হবে। খেয়ে, মেখে আর পিদিম জ্বালার তেল থাকে না, তাই রোজ জঙ্গল থেকে উলু খড় এক আঁটি কেটে আনি। আমার স্ত্রী তাই এক মুঠো ক'রে নেয়, আর আগুনে ধরে, আমি সেই আলোতে ভাত খেয়ে নিই। স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা ক'রে সহস্র বাতি বলি, তা কম

ক'রেই বলা হয়, এক আঁটি খড়ে লক্ষ বাতি হয় বাবু! বাবু তাঁর হরেক রকম ঝঞ্ঝাটের সহিত নিতাইয়ের সাধা-রণ-তন্ত্র তুলনা করিয়া বুঝিলেন—

সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং
যৎ সুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং
ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥

জঙ্গীপুর হাই স্কুল

ম্যানুয়াল ট্রেণিং বিভাগ

এখানে সেগুন ও জাড়ুল কাঠের তৈরী চেয়ার, ডেক্ চেয়ার, টেবিল, ব্যাঙ্কং আলনা, প্রভৃতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত ও সুলভে বিক্রয় হয়। স্কুলের সময় ম্যানুয়াল ইনস্ট্রাকটারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

প্রধান শিক্ষক, জঙ্গীপুর হাই স্কুল।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

স্মরণীয় ২৬শে জানুয়ারী

অবনীকুমার রায়

—•—

প্রথম যেদিন ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রথম বার্তা ঘোষণা করিয়াছিল, সেদিন আমরা নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা এবং নূতন অনুপ্রেরণায় তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম জনগণের সার্থকতম আদর্শরূপে। সেদিন প্রথম রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের মহামানবতার বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছিল, প্রায় দুই শত বৎসরের বৃটিশ-শাসন-জর্জর ভারত মুক্তির আনন্দে নূতন গান গাহিবে, বিশ্বজগতকে মানবতার নূতন পথ দেখাইবে, আর সমস্ত পৃথিবী অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারতের অনেক পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিয়াছি, সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি; কিন্তু ব্যক্তিগত বাস্তবজীবনে এখনও তাহার আস্বাদ পাই নাই। এখনও দেখিতেছি শক্তির সেই অপব্যবহার, ধনীর সেই শোষণ, দরিদ্রের সেই লাঞ্ছনা!

ব্রিটিশভারতীয় শাসনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা—এখনও আমাদের দেশে পূর্বের ন্যায় বর্তমান আছে। সেই গতানুগতিক জীবনধারা এখনও চলিয়া আসিতেছে। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু এখনও বিত্তশালী বিত্তহীনকে পদদলিত করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে, শোষণ-জর্জর দরিদ্র এখনও নিষ্ফল আক্রোশে তাহাদের অভিসম্পাত দিতেছে।

প্রজাতন্ত্র ভারতের সাধারণ নির্বাচনে আমরা আমাদের অধিকার প্রয়োগ করিয়াছি সত্য; তথাপি রাষ্ট্রশাসনে দেখিতেছি একনায়কত্ব; তুমি এক এবং অদ্বিতীয়। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় 'সোনার বাংলা' (?) আজ অবহেলিত। বাংলাদেশের কাতর আবেদন নানা সমস্যা-বিভ্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাই বহুপ্রার্থিত ফরাক্কা বাঁধ-পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায় নাই; উদ্বাস্তু সমাকীর্ণ খণ্ডিত বাংলার এক ভাষাভাষী অঞ্চলকে একত্র করিয়া প্রদেশসমূহের সীমারেখা পরিবর্তনের বহু আন্দোলিত প্রস্তাবও কার্য্যকরী হয় নাই।

রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে দ্বিধা-বিভক্ত ক্ষুদ্রকায়া বাংলার মন্ত্রিপরিষদে দেখিতেছি বত্রিশজন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী; আর দেশের অন্য স্তরে দেখিতেছি ক্রমবর্দ্ধমান বেকার, "ক্ষুধা-কাতর মুমূর্ষু" মধ্যবিত্ত।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কিছু হ্রাস পাইলেও রিক্তহস্ত মধ্যবিত্তের ক্রয়শক্তি নিঃশেষিত; তাই বেদনাকাতর সন্তান-সন্ততির মুখ দেখিয়াও সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। মোটা চাউলের ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া সরল জীবন যাপন করার যে চিরন্তন অধিকার মানুষের আছে, অধিকাংশ বাঙ্গালী আজ সে অধিকার হইতে বঞ্চিত। শ্রমের মর্যাদার বিজ্ঞাপন দিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর রিক্স চালনাকে আমরা যতই বাহবা দিই না কেন, শিক্ষিত দেশ-বাসীর ইহাই চরমতম কাম্য নয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে! গ্রাজুয়েট হইয়া বাঙ্গালী সংবাদপত্র বিক্রয় করিবে,—ইহাই কি আমাদের জাতীয় জীবনের শিক্ষার পরিণতি!

তবুও আমরা এই ২৬শে জানুয়ারীকে আবার আনতমস্তকে গ্রহণ করিব প্রজাতন্ত্র ভারতের স্মরণীয় দিনরূপে; কল্পনা করিব সেই গৌরবময় ভারত যে আবার "জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"; আশা করিব মানুষের সেই শাশ্বত অধিকার, যেখানে মানুষ—মানুষ, শ্রেণীহীন—শোষণহীন। যেখানে বেকারসমস্যা থাকিবে না, ক্ষুধাকাতর মুমূর্ষুর করুণমুখ দেখিতে হইবে না"; যেখানে রিক্ত মধ্যবিত্ত মানবতার অধিকারে বঞ্চিত হইবে না।

তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রকৃত প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে শ্রদ্ধাবনত-মস্তকে অভিনন্দিত করি এই স্মরণীয় ২৬শে জানুয়ারীকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

এলোপ্যাথিক ঔষধ

এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়

ন্যাশনাল মেডিকেল হল

জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইহাই কি স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্র রচনা !

১৯৫২ অব্দের ১২ই আগষ্ট নির্দ্দলীয় বাংলা সাপ্তাহিক 'ভারতী'র প্রচারপত্র বাহির হইল। তাহাতে দেখা গেল—

* * * *

"জীবন-যাত্রার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাজ এবং কথা দুইই বাড়িয়াছে। 'ভারতী'র মধ্য দিয়া তাহারই সহজ প্রকাশের একটা স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্র রচনা করিয়া দিব আমরা সেই উদ্দেশ্য ও অভিলাষ লইয়া কর্মে ব্রতী হইলাম।"

* * * *

নিবেদন ইতি—

"গ্রাহকের চাঁদার হার—	শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায়, বি-এল
প্রতি কপি একআনা	শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, এম-এ
ত্রৈমাসিক ৸৵০, ডাকযোগে ১৲	শ্রীবিমলকুমার পাল, এম-এ
ষান্মাষিক ১৷৵০, „ ২৲	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল, বি-এ
বার্ষিক ৩৷০, „ ৩৸০	—সম্পাদক-মণ্ডলী—"

যাঁহারা নিবেদক তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের পর তাঁহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী যোগ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হইলেও প্রচারপত্রে ইহারা যে প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য সেই পরিচয় দিবার জন্য ইহা ব্যবসায় হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহারা কৃতবিদ্য হইলেও শেষোক্ত মহোদয়ত্রয়কে স্থানীয় তিনটী পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাসিক শুল্ক লইয়া **বিক্রীতবিদ্য** হইতে হইয়াছে।

শ্রী পাণ্ডে—রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শ্রী পাল—জঙ্গিপুর কলেজের অন্যতম অধ্যাপক, শ্রী বড়াল—জঙ্গিপুর হাই স্কুলের একতম শিক্ষক এবং স্কুল ম্যাগাজিনের অন্যতম সম্পাদক। ইঁহাদের তিন জনের প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত যে পত্রিকায় কোন বানান ভুল থাকিলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুব লজ্জার কথা। কারণ তাঁহাদের ছাত্রগণ এই ভুল করিলে, তাঁহারা ভৎর্সনা করেন, চড় থাপ্পর দেন, এমন কি পরীক্ষার কাগজে বানান ভুল পেলে নম্বর কাটেন।

এই শিক্ষাদাতা সম্পাদকত্রয় বলিতে পারিতেন, যে নাবালকের পক্ষে যেমন অলি মাতা অমুক বলিয়া থাকে, তেমনি সম্পাদক চতুষ্টয়ের পক্ষে শ্রী সিংহ রায় আছেন। কিন্তু তাঁহাদের তাহা বলিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে সেইদিন, যেদিন "সঃ মঃ" যুক্ত ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। ১৮ সংখ্যা কাগজ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন এক সংখ্যাও নাই যাহা নির্ভুল। ভুল দেখাইয়া দিলেও ইহারা সংশোধন করিতে জানেন না। **মুদ্রন নৈপুণ্য** ভুল সংশোধন করিয়া করিয়াছেন **মুদ্রণ নৈপুণ্য**, তবুও যে ভুল থাকিল, তাহা ধরিবার শক্তিও ইঁহাদের নাই ; মধ্যে একটি হাইফেন (hyphen) দিলে তবে ঠিক হইবে।

ইঁহাদের এই "স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্র রচনায়" যাঁহারা সাহায্য করিবার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও "**পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার**" এই প্রবাদ-বাক্যের হীরার মত সম্মান হারাইতে হয়। ইঁহাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে গিয়া শনিবারের চিঠির সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়কে "বাণীসাধনার (?) বিফলতা হাড়ে হাড়ে অনুভব" করাইয়া তবে ইঁহারা ছাড়িয়াছেন। ইঁহাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী 'বিজয় দা' (শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়) "ভারতী" সনেট লিখিতে গিয়া সারথী (?) লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কৃতবিদ্য সম্পাদক চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে 'ভারতী'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের এক নিমন্ত্রণ পত্র নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল—

"শ্রী"

সবিনয় নিবেদন,—

মহাশয়, "ভারতী"র উদ্যোগে অদ্য এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ২৮।১।৫৩

বিনীত—

স্থান—	শ্রীগঙ্গাধর সিংহ রায়
রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	শ্রীশরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে
সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা	শ্রীবিমলকুমার পাল
	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল
	সম্পাদক মণ্ডলী।

রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের শিক্ষিত, গণ্য, মান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে এই পত্র বিতরিত হইয়াছে। পত্রখানিতে মাত্র ১২টী লাইন আছে, ইহার মধ্যেও ণত্ব-জ্ঞানহীনতার একটি প্রমাণ আছে **অপরাহ্ণ** (অপরাহ্ন)। সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নিমন্ত্রণপত্রে অসংস্কৃত শব্দ যেন নমাজের 'বিস্‌মিল্লায় গলদ' এর অনুরূপ। যাহা হউক সম্মেলনে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সুকবি, সুবক্তা শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এম-এল-এর ভাষণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

এই ভাষণের দুই দিন পূর্ব্বের অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারীর বিশেষ সংখ্যা ভারতীতে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত "**শেষের মধ্যে অশেষ আছে**" প্রবন্ধে তিনি মনীষী বার্ণাড শ এর কথা (ইংরাজী) উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও categories এর স্থলে ছাপা হইয়াছে catagories. ভারতী-সম্পাদকগণের এই **স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্র রচনায়** বিজয়লাল ও বার্ণাড শ উভয়েরই তৃপ্তিলাভ হইয়াছে।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ-সভায় যিনি মহাভারত পাঠ করেন, সেই বেদব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন-ধৃত লেখনী "শ্রীবিষ্ণু **স্বরসতীকে** কংগ্রেসের উৎসাহদাতা হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল" বলিয়া বর্ণনা করে ভারতীর ২৬শে জানুয়ারীর বিশেষ সংখ্যায়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সুবিচার

পশ্চিম বাঙলা সরকারের লেভী প্রথা প্রবর্ত্তনের পর ধান্য ক্রয় বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ কোনও ওজর আপত্তি না শুনিয়া ৩০ বিঘা বা তদতিরিক্ত জমির ধান্যোৎপাদকের প্রত্যেককে থাউকো এত মণ ধান নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিতেই হইবে—এই আদেশ রবীন্দ্রনাথের

"বাবু কহিলেন—বুঝেছ উপেন,
এ জমি লইব কিনে।"

এই দুই পংক্তির মত

"বাবু কহিলেন—বয়ে এনে দেন
ডি. পি. এজেণ্টের কাছে।"

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া কৃষকগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করায়, তিনি ব্যবস্থা করিলেন—উকীল দিতে হইবে না, স্বয়ং খরচ করিয়া তাঁহার নিকট শুনানীর জন্য যাইতে হইবে না। ডাকযোগে আপীল পাঠাইলেই তিনি স্বয়ং দিন ধার্য্য করিয়া থানায় থানায় গিয়া বিচার করিবেন। সম্প্রতি কয়েক দিন হইল জেলা শাসক শ্রী জে. সি. তালুকদার সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় প্রত্যহ রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সব আপীল শুনিয়া এমন বিচার করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আপীলকারিগণ দু'হাত তুলিয়া তাঁহারজ যগান করিতেছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩৯৩ থাং ডিঃ নেহালিয়া ষ্টেটের ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং জ্ঞানানন্দ চক্রবর্ত্তী দিং দাবি ১৭।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৬৩ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ১০০

৪১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং সেবাইত নির্ম্মল মুখোপাধ্যায় মৃত্যান্তে প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ১২০।৵০ মৌজাদি ঐ ৫-৬৯ শতকের কাত ২৫।০ আঃ ১০৲ খং ১২ অধীনস্থ খং ৩৩৭।৩৩৮

৩১ স্বত্ব ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ সরকার দিং দাবি ৩১৫৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে চামুণ্ডা ১-৭৯ শতকের কাত ৮৲ আঃ ৫৲ খং ৫ অধীনস্থ খং ৩০৮

৩৩২ থাং ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ মহাতা দেং নলিনীকুমার চৌধুরী দিং দাবি ১৯।৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেজুর ৪-৮৬ শতকের কাত ৫৲ আঃ ৫৲ খং ৪০০

৩৭৮ থাং ডিঃ রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং মহম্মদ ইউসফ সরকার দাবি ১৫৫৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গোবর্দ্ধনডাঙ্গা ৩২ শতকের কাত ১।৵৩ আঃ ৫৲ খং ৪২

৩৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১।৵৩ মৌজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ৫৵৩ আঃ ৫৲ খং ৪৩

৩৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৲৯ মৌজাদি ঐ ২২ শতকের কাত ৶৯ আঃ ৫৲ খং ৪৪

৩৮৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৷৯ মৌজাদি ঐ ২০ শতকের কাত ৵৮ আঃ ৫৲ খং ৪৫

৩৮৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯।৶৬ মৌজাদি ঐ ৫৭ শতকের কাত ৷৷০ আঃ ৫৲ খং ৪৬

৩৮৫ থাং ডিঃ সেবাইত রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং দয়াময়ী দেবী দিং দাবি ১৪৲ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ৪৯ শতকের কাত ১।৵৩ আঃ ৫৲ খং ১৫৮

৩৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪।৵৩ থানা ঐ মৌজে ঐ ১-০৮ শতকের কাত ১৫৩ আঃ ৫৲ খং ১৫৭

৪২০ থাং ডিঃ ঐ দেং নিমাই মণ্ডল দাবি ৬৫৵০ থানা ঐ মৌজে যাদবপুর ১-৩৮ শতকের কাত ১০।৶৯ আঃ ১০৲ খং ৪৫৪

৪২১ থাং ডিঃ ঐ দেং দুলালপদ মণ্ডল নাঃ পক্ষে অলি পিতা নিমাই মণ্ডল দাবি ৭১৫৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৩১ শতকের কাত ১১৵৩ আঃ ১০৲ খং ২৭৩

৩৯৪ থাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দেং গিরিজাভূষণ চক্রবর্ত্তী দাবি ৫৫।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে জামালমাটি ২-৩০ শতকের কাত ৯।৩ আঃ ১০৲ খং ১৪৭

২৬ মনি ডিঃ সেখ খোরসেদ হোসেন দেং সেখ জামসেদ হোসেন দিং দাবি ৪৯২৵৯ থানা ফরাক্কা মৌজে বেওয়া ৯-৫৯ শতক মধ্যে ১-৩১ শতকের কাত ৯।৶৩ আঃ ২০০৲ খং ৭৯৩

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ – কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম"—৩৩।২, বিডন স্ট্রীট, ও ২০, সিনাগগ্ স্ট্রীট—কলিকাতা; ৩২-১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা